Released 26-7-1946

এস কে পারশমল দীপচাঁদ রিলিজ

"সংগ্রামে"র সেবকবৃন্দ

প্রযোজনা	...	শিশির মল্লিক	শব্দানুলেখন	...	মণি বসু ও ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য
কাহিনী ও সংলাপ	...	নিতাই ভট্টাচার্য্য	সম্পাদনা	...	রাজেন চৌধুরী
			পরিস্ফুটনা	...	পঞ্চানন নন্দন
			রূপসজ্জা	...	ধীরেন দত্ত
সুরসৃষ্টি	...	নিতাই মতিলাল	শিল্পনির্দ্দেশ	...	ভোলা ভট্টাচার্য্য
চিত্রায়ন	...	প্রবোধ দাস ও প্রভাত ঘোষ	ব্যবস্থাপনা	...	গোরা গুপ্ত
			স্থির চিত্র	..	কেষ্ট মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানস্ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ছেলেদের ব্যায়াম শিক্ষা : রবীন সরকারের নেতৃত্বে অল স্পোর্টস্ ক্লাবের সভ্যবৃন্দ

ভবদেবের বাড়ীর বহির্দৃশ্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল (অনুকূল ভবন রাসবিহারি এ্যাভিনিউ) মহাশয়ের সৌজন্যে।

সঙ্গীত তত্ত্বাবধান	...	গোকুল মুখোপাধ্যায়
,,	(একই সূত্রে বাঁধিয়াছি)	সমরেশ চৌধুরী
সঙ্গীত অনুসৃতি	...	দি ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

সহকারীবৃন্দ

চিত্রায়ন	...	প্রশান্ত দাস	শব্দানুলেখন	...	প্রদ্যোত সরকার
ব্যবস্থাপনা	...	কান্তি বসু	শিল্পনির্দ্দেশ	...	মণি সামন্ত ও কালিপদ কর্ম্মকার

পরিচলনা : সুনীল মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীলরঞ্জন দাশ

রূপায়নে :

ছবি বিশ্বাস, বিপিন মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু, সন্তোষ সিংহ, মাষ্টার শম্ভু, রবি রায়, সুশীল রায়, মলিনা, সন্ধ্যা (এম, পির সৌজন্যে), সাবিত্রী, রেবা,

ঝর্ণা, অলকা, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, ৺ কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, বটু গাঙ্গুলী, গোরা গুপ্ত, সুনীলরঞ্জন দাশ, রাধারমণ পাল, ম্যালকম, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল বসু, কান্তি বসু, শরৎ দাস, অচিন্ত্যকুমার, মাষ্টার অনু, শৈলেন সরকার প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক : ডিষ্ট্রিবিউটার্স প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

সংগ্রাম

দেশের ডাকে যখন মানুষ সাড়া দেয় সে তখন এগিয়ে যায় উদ্দাম জল-স্রোতের মত! পিছনে পড়ে থাকে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ও দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন। এক গুরুতর রাজনৈতিক মত-বিরোধের ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট কালীশঙ্কর রায়কে হত্যা করে দেবব্রত ফেরারী হন। সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে রেঙ্গুনের এক রেল-দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তিনি কোন চিহ্নই রেখে যান্‌নি, এমন কি এক খানা ফোটোগ্রাফও নয়! পুলিশের রেকর্ড থেকে পাওয়া যায় যে তার ডান হাতে শুধু উল্কি ক'রে লেখা আছে "রাজা"। সংবাদ পত্রের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে পুলিশের তরফ থেকেও কেসটি চাপা পড়ে যায়।

সুদীর্ঘ সাতাশ বছর পরে আমরা দেখি প্রতাপপুর গ্রামে স্যর বিরজা কটন মিলের কর্ণধার রূপে রাজেন চ্যাটার্জীকে। সেদিন তাঁরই মিলের এলাকার মধ্যে মজুরদের এক সভা বসেছিল। দোতলার জানালা থেকে তিনি দেখলেন এক বক্তাকে, নাম তার সুবিমল। ভীষণ উগ্র তার বক্তৃতা, মজুরদের অত্যন্ত উত্তেজিত ক'রে তাদের ধ্বংসের মুখে পাঠিয়ে দিল। উত্তেজিত জনতাকে শান্ত

করে তাদের প্রকৃত কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিল দিব্যেন্দু নামে আর একজন দেশ-সেবক। রাজেনবাবু দু'জনকেই ডাকিয়ে এনে পুলিশে দেবার ভয় দেখালেন। সুবিমল পুলিশের নাম শুনে ভয় পেলো এবং আর কখনও সেখানে না আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিষ্কৃতি পেলো। আর দিব্যেন্দুর নির্ভীক অন্তর এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে রাজেনবাবু তার ওপর এত খুসী হলেন যে তাকে গাড়ী করে বাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত পৌছে দিলেন। দিব্যেন্দুর পরিচয়ও সব জেনে নিলেন এই সঙ্গে যে সে ব্যাঙ্কার ভবদেব বাঁড়ুয্যের একমাত্র নাতি, ডাক্তারী পাশ করে ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে ঝগড়া করে তার বোন মনীষাকে সঙ্গে নিয়ে সুব্রতের আশ্রমে এসে উঠেছে।

সুব্রত ছিল অহিংস ধর্ম্মের সাধক, আর তার আশ্রমও চলত মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দিষ্ট পথে। সেই আশ্রমের নেত্রী হলেন তার মা লীলা। এই আশ্রমে গরীব চাষাদের লেখাপড়া শেখানো হতো, চরকা কাটা, পীড়িতের সেবা করা এবং অন্যান্য কুটীর-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হতো।

জমিদার গাঁয়ে একটা চিনির কল করতে চান, তার জন্য চাই জমি। উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে সেই জমি কিনতে চান। জমিদার রাজেনবাবুর নায়েব এই প্রস্তাব নিয়ে এল সুব্রতের কাছে। সুব্রত এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল।

প্রজারা যাতে কেউ না জমি বিক্রয় করে তার জন্যে সুব্রত গ্রামের সমস্ত চাষীদের একত্র করে এক সভা করল। সুব্রত তাদের বুঝিয়ে দিল যে আজ যারা টাকার জন্যে বাপ পিতামহের ভিটে বিক্রী করছে কাল তারা গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? মালিকের লাভের অঙ্ক লক্ষ থেকে কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে, ফাটকা বাজারের পাশে তৈরী হবে কালো বাজার, কিন্তু দুঃখ তাদের কোনদিনই কমবে না। চাষীরাও প্রতিজ্ঞা করল যে জান কবুল—তবু তারা জমি বিক্রয় করবে না। এদিকে রাজেনবাবুরও জেদ চেপে গেল যে জমি তিনি নেবেনই—যেমন করে হোক। সেই সভার মধ্যেই তিনি সিপাই শান্ত্রীদের নিয়ে সুব্রতের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। রাজেনবাবু বললেন যে সভা করে, দল করে, তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না—জমি তিনি নেবেনই। চাষীরা জানালে যে এতদিন তারা অনেক জুলুম সয়েছে আর তারা সইবে না। রাজেনবাবু সুব্রতকে বললেন, পারবে তোমার চাষীর দল সেপাইদের লাঠির সামনে দাঁড়াতে?

সুব্রতের দল অচল, অটল। সুব্রত বললে—যে প্রতিষ্ঠানের সেবক আমরা এবং যে মহাত্মাজীর নির্দ্দেশে আমরা চলি তাতে কারুর সঙ্গে বিরোধ করা বা বিরোধ বাধানো আমাদের স্বভাবও নয়, রীতিও নয়। তবে যদি বিপদ আসে তাতে আমরা ভয় পাইনে।

এরকম একটা ভয়ানক পরিস্থিতি দেখে লীলা খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে সেই ঘটনাস্থলে এসে সকলকে নিরস্ত করতে গিয়ে রাজেনবাবুকে দেখলেন, রাজেনবাবুও লীলাকে দেখলেন—দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনের ভাবান্তর দেখা গেল—দুজনেই যখন দুজনের পরিচয় পেলেন তখন লীলা মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। রাজেনবাবু দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন।

কেন রাজেনবাবু আর লীলার এই ভাবান্তর? এই সুব্রতই বা কে?

সুরু হলো এদের সংগ্রাম। আর এই সংগ্রাম যারা সার্থক ক'রে তুলল, তারা হলো ওমরখৈয়াম নামে প্রসিদ্ধ সুর বিরজা প্রসাদ, শো-কেসে সাজানো সোনার পুতুল রাজেনের মেয়ে বিবি, সুদখোর ব্যাঙ্কার ভবদেব বাঁড়ুয্যে, মদ্যপ শিবশঙ্কর, আশ্রমের 'গেষ্টাপো চীফ' রসিদ, পতিস্নেহ বঞ্চিতা নির্য্যাতিতা মনীষা প্রভৃতি।

এঁদের প্রত্যেকেরই পরিচয় পাবেন রূপালী পর্দ্দায়।

গান

(মনীষার গান)

ওগো আলোর পূজারী
শক্তি দিও ভক্তি দিও
দিও হৃদয় আলো করি ॥
আজি এ আঁধার রাতে
থাকবে তুমি আমার সাথে
তোমায় আমি সাথী করে
ভাসানু মোর জীবন তরী ॥
জানি ওগো জানি
নদীর ঢেউয়ের ছন্দে তালে
থাকবে তুমি মনের
সূক্ষ্ম-পালে
তোমায় আমি সবই দিলাম
পার কর গো কাণ্ডারী ॥
তোমার সাথে যাদের পরিচয়
তাদের কি গো থাকে কভু ভয়
নয়কে যারা হয় ক'রে দেয়
তোমার কৃপায় সন্তরি
ধরার বুকে শান্তি বিলাও
অত্যাচারী দমন করি ॥

(বিবির গান)

ফুল কয় ওগো চাঁদ কেন যাও
নীল নভে থাক না,
আমি যে ঝরিয়া যাব
বেদনা কি বোঝনা ?
তব আলো রয়ে রয়ে
ফোটায় মুকুল—ঘোমটা খোলে,
হাসি গান মধু ছন্দ
রাঙায় অধর নয়ন মেলে
সুখ-রজনীর সোনার স্বপন
ভেঙ্গে দিও না ॥

রক্ত রবির রঙ্গীন আগুণ
তীব্র দহন ফুরায় ফাগুন
তারার মালা প্রাণের খেলা
জীবনে জীবন আলো-জ্যোছনা।
প্রেমের পরশ জাগায় মোরে
আপনহারা আনমনা।

(আশ্রমের ছেলেদের গান)

আয় ভাই নতুন গান গাই
অ আ ই ঈ।
উ ঊ ঋ ৯
আয় ভাই সবে মিলি
যে দিয়েছে শক্তি মোদের
তাঁর চরণে প্রণাম জানাই॥
এ ঐ ও ঔ
গোল কোর না কেউ
তার চেয়ে মাষ্টার মশাই
চলুন এবার বেড়াতে যাই
দেহ মন থাকবে তাজা
ঘুচবে দেশের রোগ বালাই॥

(আশ্রমের গান)

একই সূত্রে বাধিয়াছি সহস্রটী মন
একই কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্॥
আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটীকা ঝঞ্ঝায়
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্॥

সিনে প্রোডিউসার্স

আগামী বাংলা ছবি

মাতৃহারা

পরিচালক : গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকায় :—মলিনা, প্রমীলা ত্রিবেদী, জহর, কমল মিত্র,
সন্তোষ সিংহ, মঙ্গল চক্রবর্ত্তী, বেচু সিংহ, ফণী রায়, রাজলক্ষ্মী।

পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

Printed by the Imperial Art Cottage, Calcutta.

মূল্য দুই আনা।